তারিখ: ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে আজ প্রথমবারের মতো নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ এর অধীনে জনি হত্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় - অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ

আজ দুপুর ২টায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জনাব কে এম ইমরুল কায়েসের আদালত **জনি হত্যা মামলায়** 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' এর অধীনে প্রথম ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাত বছর পর প্রথম কোন মামলায় এই আইনের আওতায় রায় প্রদান করা হয়। রায়ে পুলিশ কর্মকর্তা তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে ২০,০০০ টাকা জরিমানা এবং ২ জন পুলিশ সোর্স এর সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে ২০,০০০ টাকা জরিমানা ও আসামীদের (তিনজন পুলিশ কর্মকর্তা) প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

৭ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন রকি (তখন ২৩), তার ভাই জনির মৃত্যুর জন্য শাস্তি দাবী করে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ এর অধীনে ঢাকার পল্লবী থানার ৩ জন পুলিশ পুলিশ কর্মকর্তা - এস আই জাহিদুর রহমান জাহিদ, এ এস আই রাশেদুল হাসান ও এ এস আই মোঃ কামরুজ্জামান মিন্টু এবং আরও ২ জন পুলিশ সোর্স সুমন ও রাসেল এর নামে মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য যে রকির ভাই ইশতিয়াক হোসেন জনি (২৯) একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে গ্রেফতারের পর পুলিশ হেফাজতে তার মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ২৪ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন । আসামীপক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না। অতঃপর দীর্ঘ ছয় বছর পর ২৪ আগস্ট, ২০২০ এই মামলার শুনানী সমাপ্ত হয়।

এই রায় সম্পর্কে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ব্লাস্টের মূখ্য আইন উপদেষ্টা **বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক বলেন**, *"২০১৩ আইন পাস হওয়ার পর যে আশা জেগেছিল এই রায়ের মাধ্যমে তা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি সকলকে দেখিয়ে দেবে যে আমরা আইনকে সম্মান করতে বাধ্য। আমি আশা করি এই রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে হেফাজতে মৃত্যু আর হবে না।"*

ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক **ব্যারিস্টার সারা হোসেন** বলেন, *"আজকের দিনটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। জনির পরিবারের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই, তারা এ পর্যন্ত ন্যায়বিচারের অনুসরণ করেছে এবং চলার পথের অনেক বাধাঁ অতিক্রম করেছে। তারা এই রায় জয়ের জন্য দীর্ঘ ছয় বছর ধরে লড়াই করেছে এবং তাদের এই লড়াই চালিয়ে যাওয়া দরকার। আমরা তাঁদের পাশে থাকতে পেরে গর্বিত।"*

হাইকোর্ট বিভাগে বাদী পক্ষে উক্ত মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী **এডভোকেট বদিউজ্জামান তপাদার** বলেন, *"এই যুগান্তকারী রায়ের ফলে হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনায় সাধারণ জনগণ কর্তৃক আদালতে প্রতিকার চাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।"*

ব্লাস্টের গবেষণা বিশেষজ্ঞ **তাকবীর হুদা** বলেন, *"এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা যা কেবলমাত্র 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' এর অধীনে প্রথম মামলা নয়, বরং জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদের অধীনে প্রথম মামলা যেখানে রাষ্ট্র সফলভাবে নির্যাতনকারীদের বিচারের আওতায় আনে এবং শাস্তি প্রদান করে। আমরা হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) অংশীদারদের পক্ষ হতে জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কমিটিতে ২০১৯ সালের শেষ প্রতিবেদনে জনির মামলাটি, ২০১৩ আইন পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে একমাত্র পরিচিত মামলা হিসেবে লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছি। আমরা আশা করি যে এই মামলার রায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যুবরণকারীদের পরিবারকে আইনের অধীনে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার সাহস দেবে। যদিও আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমান মাত্র ২ লাখ টাকায় সীমিত হওয়ার ব্যাপারটি লজ্জাজনকভাবে কম, তবে এটিকে আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।"*

পটভূমিঃ

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং তারিখ দিবাগত রাত ২ ঘটিকায় সুমন নামের এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত নারী অতিথিদের বিরক্ত করছিলেন। তার উক্ত কাজে প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত সুমন ও রাসেল পুলিশ নিয়ে

এসে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ভিকটিম জনি ও তার ভাই রকিকে পল্লবী থানায় ধরে নিয়ে যায়। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাদের উপর করা অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের কারণে ভিকটিম জনি মারা যায়।

ভিকটিমের মা থানায় মামলা করতে গেলে থানা তাদের মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে প্রকৃত ঘটনা চাপা দেয়ার জন্য অভিযুক্ত এস.আই. শোভন কুমার সাহা বাদী হয়ে দণ্ডবিধির ১৮৮/৩২৩/৩০২/৩৪ ধারার অধীনে পল্লবী থানায় মামলা নং ১৬ তাং ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ দায়ের করেন এবং তা এজাহারভুক্ত করেন অপর অভিযুক্ত পল্লবী থানার অফিসার ইনচার্জ জিয়াউর রহমান। ৭ আগস্ট, ২০১৪ ভিকটিমের ভাই ইমতিয়াজ হোসেন রকি পুলিশ হেফাজত থেকে মুক্তি লাভের পর নিজেই বাদী হয়ে "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩" এর ১৫। (১), (২), (৩) ও (৪) ধারার অধীনে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ দায়ের করেন।

ধারা ১৫। (১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরন প্রদান করবেন।

ধারা ১৫। (২) কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে যদি নির্যাতন করেন এবং উক্ত নির্যাতনের ফলে উক্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে নির্যাতনকারী এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড অথবা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরন প্রদান করবেন।

ধারা ১৫। (৩) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা অন্যূন বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা ১৫। (৪) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে দন্ড ঘোষণার দিন থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ বর্নিত অর্থ বিচারিক আদালতে জমা দিতে হইবে।

১৫ জানুয়ারী, ২০১৮ ঢাকা মহানগর দায়রা আদালতে বিচার কার্যক্রম চলমান অবস্থায় এই মামলার (মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪) আসামী এ.এস.আই রাশেদুল হাসান ও এ.এস.আই মোঃ কামরুজ্জামান মিন্টু তাদের বিরুদ্ধে আনীত আইনী কার্যধারা অবৈধ ঘোষণায় উক্ত মামলার বিচারিক কার্যক্রম বাতিলের আদেশ চেয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১ক ধারার অধীনে হাইকোর্টে ক্রিমিনাল মিস মামলা নং ১৩৬৭৮/১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলার শুনানী অন্তে ১২ মার্চ, ২০১৮ মহামান্য হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ রুল ইস্যু করেন এবং ০৬ মাসের জন্য মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ এর পরবর্তী কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে উক্ত স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য আইনী সহায়তা চেয়ে ভিকটিম ইশতিয়াক হোসেন জনির ছোট ভাই মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন রকি ব্লাস্টের নিকট আবেদন করেন।

চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ রায় দেন। রায়ে ১৮০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মামলার কার্যক্রমের ওপর দেওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

এস. এম. রেজাউল করিম
আইন উপদেষ্টা, ব্লাস্ট
মোবাইল: ০১৭৫৮৭৫৬৪১২
ই-মেইল: rezaul@blast.org.bd

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd